এমবিবিএস কোর্সের ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, নতুন গ্র্যাজুয়েটদের শেখার ফলাফল/দক্ষতা

ভিশন

স্নাতক পর্যায়ের মেডিকেল প্রোগ্রামে এমন একটি শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা যা ক্লিনিক্যালি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে দক্ষ পেশাজীবীদের উন্নয়নে উৎসাহিত ও সহায়তা করবে, যারা করুণা ও নিষ্ঠার সাথে সমাজের সেবা করতে প্রণোদিত থাকবে।

মিশন

* মৌলিক নীতি, পদ্ধতি ও জ্ঞানের আলোকে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করা, যা প্রতিরোধমূলক, চিকিৎসামূলক ও স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে যথেষ্ট হবে।
* এমন পেশাজীবী তৈরি করা যারা নৈতিক ও পেশাগত বিষয়াদি সামলাতে সক্ষম, যোগাযোগ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের দক্ষতা ও মনোভাবসম্পন্ন, নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম এবং পরিবর্তনের এজেন্ট হিসেবে ভবিষ্যতে অগ্রগতির জন্য গবেষণা পরিচালনা করতে পারবে।

লক্ষ্য

দক্ষ, সহানুভূতিশীল, আত্মসমালোচনামূলক ও নিবেদিতপ্রাণ স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবী তৈরি করা যারা —
* রোগীর যত্ন ও নিরাপত্তাকে সর্বাগ্রে গুরুত্ব দেবে,
* রোগী, তাদের স্বজন ও সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখবে,
* সৎ, বিশ্বাসযোগ্য ও নৈতিকতার সাথে কাজ করবে,
* দেশের প্রচলিত রোগ ও স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হবে এবং বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সেবায় আগ্রহী থাকবে,
* একই সাথে ভবিষ্যতে প্রশিক্ষণ, সেবা ও গবেষণার জন্য দৃঢ় ভিত্তি অর্জন করবে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে,
* এবং আজীবন **নিরবিচ্ছিন্ন পেশাগত উন্নয়ন (Continuous Professional Development) এর মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতা হালনাগাদ রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।

* এমবিবিএস কোর্সের উদ্দেশ্য

* কোর্স শেষে শিক্ষার্থীরা অর্জন করবে—

১. জ্ঞান ও বোধগম্যতা

ক) যে বিজ্ঞানের উপর চিকিৎসাশাস্ত্র নির্ভর করে এবং এর বৈজ্ঞানিক ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান।
খ) মানবদেহের গঠন, কার্যক্রম, স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ, মনের কার্যপ্রণালী এবং এর পারস্পরিক সম্পর্ক, কোন কোন কারণে এরা ব্যাহত হতে পারে, এবং এর ফলে যে রোগব্যাধি বা অকার্যকারিতা সৃষ্টি হতে পারে।
গ) সাধারণ মানসিক ও শারীরিক রোগের কারণ, প্রাকৃতিক ইতিহাস ও রোগের ভবিষ্যদ্বাণী (prognosis)। জরুরি অবস্থা সামলানোর অভিজ্ঞতা এবং সমাজে প্রচলিত রোগ ও বার্ধক্যজনিত প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভালো ধারণা।
ঘ) স্বাভাবিক গর্ভাবস্থা ও প্রসব, প্রচলিত প্রসূতি জরুরি অবস্থা, প্রসবপূর্ব ও প্রসবোত্তর যত্নের মূলনীতি, পরিবার পরিকল্পনা ও মনোসামাজিক পরামর্শের চিকিৎসাগত দিক।
ঙ) প্রতিরোধ ও চিকিৎসার নীতি, স্বাস্থ্য শিক্ষা, কষ্ট ও অক্ষমতা লাঘব, পুনর্বাসন, বার্ধক্যে স্বাস্থ্য রক্ষা এবং মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর যত্ন।
চ) মানবসম্পর্ক—ব্যক্তিগত ও সামাজিক—এবং মানুষ ও তার ভৌত, জৈবিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক।
ছ) কমিউনিটি ও হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা সংগঠন ও প্রদান, এর প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিতকরণ এবং অর্থনৈতিক, নৈতিক ও বাস্তব সীমাবদ্ধতা।
জ) চিকিৎসা পেশার নৈতিক মানদণ্ড ও আইনগত দায়িত্ব।

২. পেশাগত দক্ষতা

ক) প্রাসঙ্গিক চিকিৎসা ইতিহাস, উপসর্গ ও শারীরিক লক্ষণ সংগ্রহ, নথিভুক্ত ও বিশ্লেষণ করে সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং এর ব্যবস্থাপনা।

খ) সহজ ব্যবহারিক ক্লিনিক্যাল পদ্ধতি সম্পাদন।

গ) সাধারণ চিকিৎসা জরুরি অবস্থা মোকাবিলা।

ঘ) রোগী ও তাদের আত্মীয়দের সাথে কার্যকর ও সংবেদনশীল যোগাযোগ।

ঙ) মৌখিক ও লিখিতভাবে চিকিৎসক সহকর্মী এবং রোগীর যত্নে যুক্ত অন্যান্য পেশাজীবীদের কাছে চিকিৎসা তথ্য সঠিক ও সংক্ষিপ্তভাবে পৌঁছে দেওয়া।

চ) পরীক্ষাগার ও অন্যান্য রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা কার্যকর ও সাশ্রয়ীভাবে ব্যবহার করা, সর্বদা রোগীর কল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে।

৩. চিকিৎসা অনুশীলনের জন্য সঠিক মনোভাব

ক) স্বীকৃতি দেওয়া যে চিকিৎসায় বৈজ্ঞানিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় প্রয়োজন।

খ) আত্মশিক্ষার সক্ষমতা, যাতে সারাজীবন জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নত করতে পারে, এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের অগ্রগতি ও নতুন জ্ঞানে অবদান রাখতে নিজের দায়িত্বকে স্বীকার করতে পারে।

গ) প্রমাণের নির্ভরযোগ্যতা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতা মূল্যায়ন , যৌক্তিক বিশ্লেষণ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং চিকিৎসা অনুশীলনের পদ্ধতি ও মানসমূহ সমালোচনামূলকভাবে মূল্যায়ন।

ঘ) রোগীদের স্বার্থ ও মর্যাদার প্রতি স্থায়ী সচেতনতা।

ঙ) নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করার ক্ষমতা এবং প্রয়োজন হলে সহায়তা চাইবার মানসিকতা।

চ) অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা পেশাজীবীদের সাথে কার্যকর কর্মসম্পর্ক স্থাপন।